মিটিং মিনিটস্

অদ্য ০৫-০৩-২০১৯ ইং রোজ মঙ্গলবার আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর ত্রিশাল ট্রেনিং সেন্টারে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিত মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং এ যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় ও যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় তা নিম্নে ক্রমানুসারে দেওয়া হল।

- **শুভেচ্ছা বক্তব্য ঃ** সভার শুরুতে ডি.ডি(আই.টি) মহোদয় আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও আগামী দিন গুলো যেন সকলের ভাল ভাবে কাটে এই শুভ কামনা করে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।
- **পূর্বের সভার রেজুলেশন পাঠ ও তা অনুমোদন ঃ** ডি.ডি.(এম.এফ) মহোদয় গত মাসিক মিটিং এর রেজুলেশন পাঠ করেন ও তা অনুমোদন করেন।
- **এককালীন সঞ্চয় সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** অফিস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুনরায় এককালীন সঞ্চয় আদায় চালু করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এককালীন সঞ্চয় আদায় চালুর পর থেকে শাখা পর্যায়ে কেমন সারা পাওয়া যায় সে বিষয়ে শাখা ব্যবস্থাপকগণ আলোচনা করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় আবারও বলেন এক কালীন সঞ্চয় একাউন্টস্ পে চেক ছাড়া গ্রহন করা যাবে না। এছাড়াও নির্বাহী পরিচালক মহোদয় সকলকে বেশী বেশী এক কালীন সঞ্চয় করার ব্যাপারেও পরামর্শ প্রদান করেন।
- **বকেয়া আদায় সংক্রান্ত আলোচনা ঃ ''চলতি কিস্তি বকেয়া রেখে অফিসে আসবনা"** এই স্লোগানকে আবারো সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বকেয়া সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ বকেয়া ঋণীদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে বকেয়া আদায় বৃদ্ধি করতে হবে, চলতি কিস্তি বকেয়া রাখা যাবেনা, চলতি কিস্তি বকেয়া রেখে অফিসে আসা যাবেনা, যদি কোন চলতি কিস্তির সমস্যা হয় তাহলে সেখানে অবস্থান করতে হবে, প্রয়োজনে অন্যদের সহযোগীতা নিতে হবে, বি.এম এম.আই.এস ও বিএমকে জানাতে হবে ।বি.এম. সমাধান করতে না পারলে এ.এম এর সাথে শেয়ার করবে । সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিদিন বকেয়া আদায়ের জবাবদিহীতা নিতে হবে বলে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয় সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন।
- **রি-সিডিউল ঋণ বিতরন সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** অডিট রিপোর্ট, মনিটরিং রিপোর্ট এবং ডিপিএস রিপোর্ট এর মাধ্যমে জানা যায় যে কোন কোন শাখায় রি-সিডিউল ঋণ বিতরন করা হয়েছে। রি-সিডিউল ঋণ বিতরন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের জন্য হুমকী স্বরূপ। তাই রি-সিডিউল ঋণ বিতরন থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। কেহ যদি রি-সিডিউল ঋণ বিতরণ করে থাকেন এবং তা প্রমানিত হয় তা হলে তার বিরুদ্ধে সংস্থার নীতিমালা অনুয়ায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এমন কি তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হতে পারে।
- **সমিতির শৃংখলা ঃ** অডিট রিপোর্ট, মনিটরিং রিপোর্ট এবং ডিপিএস রিপোর্ট এর মাধ্যমে জানা যায় যে অনেক শাখায় সমিতি পর্যায়ে শৃংখলার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। যে সকল শাখায় সমিতি পর্যায়ে শৃংখলার ঘাটতি রযেছে সেই সকল শাখার উক্ত সমিতি গুলোতে এরিয়া ম্যানেজার এবং শাখা ব্যাবস্থাপক কর্তৃক পরিদর্শন করে সদস্যদের গ্রুপ ভিত্তিক বসিয়ে মিটিং এর মাধ্যমে সমিতির শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও সমিতির পরিচালনা কমিটিকে আরো সক্রিয় করা এবং প্রয়োজনে । নতুন কমিটি গঠন করে হলে ও সমিতির শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়াও যদি প্রয়োজন হয় তা হলে সমিতির স্থান পরিবর্তন করে সমিতির শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে।
- **ঋণী যাচাই ও ঋণ বিতরন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা ঃ** সঠিক ভাবে ঋণী যাচাই না হলে বকেয়া পরার সম্ভাবনা থাকে বেশী। তাই ঋণ বিতরণের সময় সঠিক ভাবে ঋণী যাচাই করে ঋণ বিতরণ করতে হবে এবং যাচাই ছাড়া কোন ঋণ বিতরণ হবেনা। অনেক সময় ঋণ বিতরন প্রক্রিয়া সঠিক ভাবে পালন করা হয় না। ঋণ বিতরণের পূর্বে অর্থাৎ ঋণ প্রস্তাব করার পর পরই ঋণের কাগজ পত্র অফিসে জমা দিতে হবে এবং বিতরণের আগের দিন ঋণী যাচাই কাজ শেষ করতে হবে। পুরো প্রক্রিয়াকে সঠিক ভাবে যাচাই করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেওয়া হয়।

❖ **জবাবদিহীতা মূলক বক্তব্য নেওয়া ঃ** অডিট রিপোর্ট, মনিটরিং রিপোর্ট ও ডিপিএস অফিসারদের রিপোর্টের আলোকে প্রাপ্ত ভুল-ত্রুটি ও অনিয়মের উপর জবাবদিহীতা মূলক বক্তব্য নেন সংস্থার উপ-পরিচালক (আই.টি) মহোদয়। জবাব দিহীতা মূলক বক্তব্যে অংশগ্রহন করেন সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকগণ ও সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজারগণ।

❖ **ঋণের জামিনদার সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** প্রত্যেকটি বড় ঋণের ক্ষেত্রে দুই জন জামিনদার নিতে হবে। একজন জামিনদার হবে পরিবার থেকে নির্ভরযোগ্য উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। অন্যজন পরিবারের বাহির থেকে আর্থিক ভাবে সমর্থবান ও সমাজে গ্রহনযোগ্য ব্যক্তি হতে হবে। এমন ব্যাক্তিকে কখনোই জামিনদার করা যাবে না যিনি ঋণ আদায়ে কোন প্রকার ভুমিকা রাখতে পারবে না।

❖ **বকেয়া আদায়ের টার্গেট সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** কম্পিউটারে বকেয়া রেজিষ্টারে বকেয়া সদস্যদের তালিকা বের করে মাসের শুরুতে ক্রেডিট অফিসার ভিত্তিক মাসিক বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করতে হবে। মাসের শুরুতে ক্রেডিট অফিসার ভিত্তিক কতটি কিস্তি কত টাক বকেয়া পরবে তার সঠিক তথ্য নিয়ে ও কোন কোন বকেয়া সদস্যর নিকট থেকে বকেয়া আদায় করা যাবে সেই মূলে ক্রেডিট অফিসার ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করতে হবে। বকেয়া আদায়ের সু-নিদৃষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে বকেয়া আদায় করতে হবে। চলতি কিস্তি বকেয়া রেখে অফিসে আসা যাবে না। চলতি কিস্তি যাতে বকেয়া না পরে ও প্রতিদিন ক্রেডিট অফিসার ভিত্তিক বকেয়া আদায়ে জবাবদিহীতা নেওয়ার জন্য শাখা ব্যবস্থাপকগনকে নির্দেশ প্রদান করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়।

❖ **এরিয়া ম্যানেজারগণকে মাসিক পরিকল্পনা ও কার্যপ্রনালী নিয়ে আলোচনা ঃ** বকেয়া বৃদ্ধির কারণে বকেয়া আদায়, বকেয়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ, বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কি ভাবে করা হবে সে বিষয়ে এরিয়া ম্যানেজারগণের নিকট থেকে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় জবাবদিহিতা নেন। এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ম্যানেজারগণের পরামর্শ প্রদান করেন এবং সঠিক পরিকল্পনা মোতাবেক বকেয়া আদায়, বকেয়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ, বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন, ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

❖ **জেলা ও উপজেলার মাসিক এন.জি.ও সমন্বয় সভা সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর উপজেলা ও জেলা সদরে অবস্থিত শাখা সমূহের শাখা ব্যাবস্থাপককে তাদের স্ব-স্ব উপজেলা ও জেলার মাসিক এনজিও সমন্বয় সভায় নিয়মিত উপস্থিত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করা বিষয়ে আলোচনা করা হয় ও এ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়। যা পূর্বেই অফিস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

❖ **বকেয়া আদায়ের ছবি ফেসবুক রিপোর্ট এ দেওয়া নিয়ে আলোচনা ঃ** ফেসবুকের আসপাডা রিপোর্ট পেজে বকেয়া আদায়ের ছবি পোষ্ট করা নিয়ে আলোচনা করেন সংস্থার ডি.ডি. (আই.টি) মহোদয়। যে সকল শাখার ব্যবস্থাপকগণ বকেয়া আদায়ের ছবি ফেসবুকের আসপাডা রিপোর্ট পেজে ছবি দেয়না তাদেরকে নিয়মিত ছবি দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। (যারা এই পর্যন্ত বার বার বলা সত্যেও তা করেনি তাদেরকে ৫০০/- টাকা থেকে ১০০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে)

❖ **মেয়াদ উত্তীর্ণ সদস্যদেরকে পুনরায় ঋণের আওতায় আনা নিয়ে আলোচনা ঃ** যে সকল মেয়াদ উত্তীর্ণ বকেয়া সদস্য দীর্ঘদিন যাবত মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে রয়েছে কিন্তু বর্তমানে তাহার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ও সমস্যা হওয়ার পূর্বে তাহার ঋণ পরিশোধের রেকর্ড ভাল ছিল, এমন সদস্যদের সাথে আলোচনা করে ঋণ পরিশোধ করে তাহাদেরকে পুনারায় ঋণের আওতায় আনা যায় কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এমন সদস্যদেরকে কঠিন ভাবে যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে বকেয়া ঋণ পরিশোধ করে তাদেরকে পুনরায় ঋণের আওতায় আনার পরামর্শ প্রদান করেন নির্বাহী পরিচালক মহোদয়।

❖ **পি.এফ ঋণ বন্ধ ঃ** বকেয়া বৃদ্ধির হার বেশী হওয়া ও শাখার সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক না হওয়ায় ৬টি শাখায় কর্মরত সকল স্টাফদের পি.এফ ঋণ সুবিধা বন্ধ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শাখা সমূহ হল- ১. ময়মনসিংহ-১, ২.ময়মনসিংহ-২, ৩.গৌরিপুর, ৪.শ্যামগঞ্জ, ৫.পিরুজালী ও ৬.গফরগাঁও।

❖ **স্টাফ আইডি কার্ড ও অফিসিয়াল মোবাইল নাম্বার এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা ঃ** শাখার সকল স্টাফদের বাধ্যতামূলক স্টাফ আই.ডি ব্যবহার করতে হবে এবং যে সকল স্টাফদেরকে অফিসিয়াল সিম দেওয়া হয়েছে তাদের বাধ্যতামূলক অফিসিয়াল নাম্বার ব্যবহার করতে হবে। যদি কারো অফিসিয়াল সিম হারিয়ে যায় তাহলে সিম উত্তোলনের জন্য ডি.ডি(আই.টি) বরাবর আবেদন করতে হবে এবং সিম এর জন্য মোহাইমিনুল ইসলাম সৌমিক সিঃ সহকারী ম্যানেজার (আই.টি) এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। সিম রিপ্লেসমেন্ট ফি বাবদ ১১০/- (একশত দশ) টাকা জমা দিতে হবে। যাদের এখনো আই.ডি কার্ড হয়নি তাদের আই.ডি কার্ডের তথ্য সংশ্লিষ্ট আইটি অফিসারের নিকট দেওয়া জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। এখন হতে যাদের আইডি কার্ড পরিধানকৃত অবস্থায় পাওয়া যাবে না তাদেরকে উপস্থিত ২০০/- (দুই শত) টাকা জরিমানা করা হবে এবং সিম ব্যবহার না করলে ৩০০/- (তিন শত) টাকা জরিমানা করা হবে।

- **সফ্টওয়ার এর কাজ সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** সফ্টওয়ার এর কাজে কোন ধরনের ভুল পরিলক্ষিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এবং উক্ত ভুল সংশোধনের জন্য ডি.ডি.(আই.টি) বরাবর আবেদন করতে হবে অন্যথায় আবেদন পত্র গ্রহন যোগ্য হবে না। অন্য কোথা থেকে অনুমোদন করিলে তাহা গ্রহনযোগ্য হবে না। ইচ্ছাকৃত বা গাফিলতি ভুলের ক্ষেত্রে ৩০০/- (তিন শত) টাকা থেকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।
- **সফ্টওয়ারে সদস্যর তথ্য আপডেট করা ঃ** সকল সদস্যর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর, মোবাইল নম্বর ও ঋণীর ছবি বার বার সময় দেয়া সত্যেও তা সম্পূর্ণ ভাবে সফ্টওয়ারে আপডেট করা হয়নি। উল্লেখ্য যে এই পর্যন্ত চার বার সময় বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ ডিসেম্বর/২০১৮ ইং পর্যন্ত শেষ করার কথা থাকলেও অনেকে তা করেনি। সুতরাং এই তথ্যের ভিত্তিতে যারা আপডেট করেনি তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে (সংশ্লিষ্ট এম.আই.এস, শাখা ব্যবস্থাপক, ও এরিয়া ম্যানেজার কে ২০০/- টাকা থেকে ২০০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে) ।
- **শাখায় ব্ল্যাক লিষ্ট রেজিষ্টার তৈরী প্রসঙ্গে ঃ** যে সকল সদস্যদের পূর্বের ঋণ পরিশোধের ইতিহাস খুব খারাপ, যে সকল ব্যক্তিকে সদস্য করা যাবেনা বা তাদেরকে ঋণ দেওয়া যাবেনা এমন ব্যক্তিদের সম্পুর্ণ তথ্য দিয়ে প্রত্যেক শাখায় শাখা ভিত্তিক ব্ল্যাক লিষ্ট তৈরী করে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রেজিষ্টারে সদস্যর নাম, পিতা/স্বামীর নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, মোমাইল নম্বর, পূর্বের সমিতির নাম, পূর্বের সদস্য কোড, ঠিকানা, ও সর্বশেষ ঋণের পরিমান ইত্যাতি উল্লেখ থাকতে হবে।
- অফিসের প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প, টোনার, ল্যাপ্টপ ও প্রিন্টার মেরামতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আই.টি অফিসার শাখা পর্যায়ে আনা নেয়া করবেন করবে। বিশেষ প্রয়োজনে আই.টি অফিসার অপারগ হলে শাখা ব্যবস্থাপক সহযোগীতা করতে বাধ্য থাকিবে।
- **চাকুরী হতে অব্যহতি ও বদলী প্রসঙ্গে ঃ** চাকুরী হতে অব্যহতি বদলী এর ক্ষেত্রে আদেশ কার্যকরের পূর্বেই ভালুকা সাব-প্রধান কার্যালয়ে দায়িত্বরত এইচ.আর কে চিঠি দিতে হবে। এ বিষয়ে এরিয়া ম্যানেজাদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়।
- **বিবিধ আলোচনা ঃ** উপরোক্ত আলোচনা ছাড়াও আর্থিক চাহিদা, ডিডি প্রেরণ, উপজেলা নির্বাচন উপলক্ষ্যে সমিতি বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অতপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সাহেব সকলের সুস্বাস্থ্য ও সংস্থার কর্মসূচীর সমৃদ্ধি কামনা করে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ধন্যবাদান্তে,

লায়ন আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রশিদ
নির্বাহী পরিচালক
আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন